গঠনতন্ত্র

সুইড বাংলাদেশ

প্রধান কার্যালয়

৪/এ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

সুইড বাংলাদেশ এর গঠনতন্ত্র

মুখবন্ধ

বিশ্বব্যাপী প্রতিবন্ধী মানুষের সেবায় নিয়োজিত "ইনক্লুশন ইন্টারন্যাশনাল" ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের (ইন্টেলেকচুয়ালি ডিসএবল্ড) বিভিন্ন অধিকার আদায় ও বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভায় এক রেজুলেশনের মাধ্যমে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের জন্য অন্য মানুষের সমান অধিকার, উপযুক্ত চিকিৎসা ও থেরাপির অধিকারসহ তাদের কর্ম-ক্ষমতার উন্নয়ন ও সম্ভাব্য বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ, পুনর্বাসন ও সেবা প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। আর্থিক নিরাপত্তা বিধান, ভালভাবে বেঁচে থাকা ও ব্যক্তিগত স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্ত যোগ্য অভিভাবক লাভের অধিকার তাকে দেয়া হয়েছে। নির্যাতন, শোষণ, অপমান ও মন্দ ব্যবহার হতে আইনানুগ ভাবে রক্ষা পাবার ব্যবস্থাসহ তার নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতা অনুযায়ী যথাযথ দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে;

"সোসাইটি ফর দ্য কেয়ার এন্ড এডুকেশন অব দ্য মেন্টালী রিটার্ডেড চিলড্রেন, (এসসিইএমআরসি)" ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর হতে প্রথম গঠনতন্ত্র সংশোধনীর পর "সোসাইটি ফর দ্য কেয়ার এন্ড এডুকেশন অব দ্য মেন্টালী রিটার্ডেড, বাংলাদেশ (এসসিইএমআরবি)" এবং সর্বশেষ সংশোধনীর মাধ্যমে "সোসাইটি ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অব দ্য ইন্টেলেকচুয়ালি ডিসএবল্ড, বাংলাদেশ, (সুইড বাংলাদেশ)" বাংলাদেশে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়ন, শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা, যোগ্য নাগরিক গড়ে তোলা, তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও অনুরূপ কাজের প্রসারের জন্য রাষ্ট্র ও সমাজের সকল স্তরে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

যেহেতু ২০০৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী অধিকার সনদ বা UNCRPD (United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities) পাশ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ উক্ত সনদে স্বাক্ষর (Retification) এবং Optional Protocol অনুমোদন করেছে;

যেহেতু বিগত ২০১৩ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ শিরোনামে বাংলাদেশের নতুন আইন এবং "স্নায়বিক বিকাশ জনিত প্রতিবন্ধী ট্রাস্ট ফান্ড বা Neuro-Developmental Disabilities Protection Trust Act.-2013" নামে আরেকটি আইন বাংলাদেশে চালু হয়। যার মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় ভাবে প্রতিবন্ধীদের জন্য বেশ কিছু নতুন নতুন নীতিমালার নির্দেশনাসহ প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে সমগ্র জাতির দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করেছেন। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, অটিজম, ডাউন সিনড্রোম ও সেরিব্রাল পালসি জনিত সমস্যাগ্রস্থ শিশুদের আইনগতভাবে Neuro-Developmentally Disabled বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন;

সেহেতু বিগত বছরগুলিতে সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের ফলে এ সমিতির বিদ্যমান গঠনতন্ত্রে আরো কিছু সংশোধনীর প্রয়োজনীয়তা এবং একে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের পিতা মাতার পৃষ্ঠপোষকতা সম্পন্ন একটি জনবান্ধব জাতীয় সংস্থা হিসেবে টিকিয়ে রাখা সমীচীন বলে অনুভূত হয়েছে।

এতদ্বারা গঠনতন্ত্র সংশোধন করে নিম্নরূপ করা হল ঃ

ধারা-১: নাম

১.১ এই সমিতির নাম হবে "Society for the Welfare of the Intellectually Disabled, Bangladesh সংক্ষেপে SWID Bangladesh" যা বাংলায় "সোসাইটি ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অব দ্য

অনুমোদিত
২০/৪/২০২৫
আইয়ুব খান
(নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
অধিদপ্তর, ঢাকা।

ডাঃ মোঃ শাহনেওয়াজ চৌধুরী

মোঃ মাহবুবুল মুনিম

ইন্টেলেকচুয়ালি ডিসএবলড, বাংলাদেশ" সংক্ষেপে 'সুইড বাংলাদেশ' নামে এটি একটি নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হবে। এর একটি সাধারণ মোহর থাকবে। একটি নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানরূপে নিজ নামে আনুষাঙ্গিক ও প্রাসঙ্গিক যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবে।

ধারা-২: প্রধান কার্যালয়

২.১ সমিতির প্রধান কার্যালয় হবে ঢাকা।
ঠিকানা: সুইড ভবন, ৪,৪/এ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।

ধারা-৩: কার্য এলাকা

৩.১ সমিতির কার্যক্রম সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী পরিচালিত হবে।

ধারা-৪: সমিতির ভিশন

৪.১ স্নায়ু বিকাশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণসহ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উপযোগী একটি অন্তর্ভুক্তমূলক, সমতাভিত্তিক, নির্বিঘ্ন উন্নত ও সমৃদ্ধশালী মানব সমাজ।

ধারা-৫: সমিতির মিশন

৫.১ স্নায়ু বিকাশ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে সমাজে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক, কর্মসংস্থান, পুনর্বাসন, আত্মনির্ভরশীল ও অধিকার আদায়ের নিমিত্তে কাজ করা।

ধারা-৬: উদ্দেশ্যাবলী

বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা একটি স্নায়বিক বিকাশ জনিত সমস্যা। ডাউন সিনড্রোম, অটিজম, সেরিব্রাল পালসি, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, স্নায়ুবিকাশ সংক্রান্ত সমস্যার প্রভাবে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বা বুদ্ধি বাধাগ্রস্থ হয়। তাদের সার্বিক কল্যাণকল্পে ও জীবন মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে যথা ঃ

৬.১ অটিজম সমস্যাগ্রস্থসহ স্নায়বিক সমস্যা জনিত কারণে সৃষ্ট অন্যান্য মানসিক ও বুদ্ধি বৃত্তিক প্রতিবন্ধীদের সার্বিক কল্যাণ, পরিচর্যা, শিক্ষা ও পুনর্বাসন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা;

৬.২ ডাউন সিনড্রোম শিশু ও ব্যক্তিদের সার্বিক কল্যাণ, পরিচর্যা, শিক্ষা ও পুনর্বাসন ব্যবস্থার উন্নতি কল্পে প্রয়োজনবোধে অন্যান্য জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের সহযোগিতায় উপযুক্ত প্রকল্প গ্রহণ করা;

৬.৩ পরিচর্যা ও কল্যাণের জন্য তাদের পিতামাতা ও অভিভাবকদের সাহায্য করা;

৬.৪ স্কুল, শিক্ষা শ্রেণী, বৃত্তিমুলক শিক্ষাকেন্দ্র, আশ্রয় ভিত্তিক কর্মশালা, চাকুরী প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, হোস্টেল, আবাসিক গৃহ, ক্লিনিক, পুনর্বাসনকেন্দ্র এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

৬.৫ উন্নয়ন ও কল্যাণের নিমিত্ত সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ট্রাষ্ট, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাহায্য সংগ্রহ করা;

৬.৬ পুনর্বাসনকল্পে এবং প্রতিবন্ধকতার কারণ ও এর প্রতিরোধের উপায় সম্বন্ধে শিক্ষা ও জ্ঞান দান করার জন্য পিতামাতা, শিক্ষক, সমাজকর্মী, বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য আগ্রহীদের নিয়ে সময় সময় প্রশিক্ষণ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভা, সম্মেলন ও কর্মশালার ব্যবস্থা করা;

অনুমোদিত
আইয়ুব খান
উপপরিচালক (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা

ডাঃ মোঃ শাহনেওয়াজ চৌধুরী
সভাপতি

মোঃ মাহবুবুল মুনির

৬.৭ বিশেষ শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, আশ্রয় ভিত্তিক কর্মশালা, গবেষণা কেন্দ্র, প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ মাত্রা ও পর্যায় পরিমাপের ক্লিনিক্যাল টেষ্ট, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ইত্যাদি সহ ইনস্টিটিউট, স্কুল, একাডেমী, কলেজ, ইউনিভার্সিটি ও হসপিটাল প্রতিষ্ঠা করে তাদের জন্য সেবা ব্যবস্থার আদর্শ স্থাপন করা এবং প্রতিবন্ধিতা রোধের পদ্ধতি নির্ণয় করা;

৬.৮ উন্নয়নের নিমিত্তে যথাসম্ভব মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক সকল সুবিধার ব্যবস্থা করা;

৬.৯ বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষালয় ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বিশেষ শিক্ষা শ্রেণী ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

৬.১০ সমিতির উদ্দেশ্যাবলী পূরণের লক্ষ্যে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়, ভাড়া, দান অথবা গ্রহণ এবং সমিতির কাজের স্বার্থে এর সমগ্র সম্পত্তি বা অংশ বিশেষ উন্নয়ন, ভাড়া, বন্ধক, বিক্রয় অথবা অন্য কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৬.১১ প্রতিবন্ধিতার কারণ ও নিবারণ এবং পুনর্বাসন বিষয়ে গ্রন্থ, প্রবন্ধ, পত্রিকা, প্রচার পত্র, সাময়িকী ও ম্যাগাজিনসহ যাবতীয় প্রকাশনার ব্যবস্থা করা;

৬.১২ সমিতির উদ্দেশ্যাবলীর বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণের নিমিত্ত সমগ্র দেশে শাখা প্রতিষ্ঠা করা;

৬.১৩ সমিতির উদ্দ্যেশ্যাবলী অর্জনের লক্ষ্যে এবং অনুরূপ উদ্দেশ্যে পরিচালিত অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে এর কাজ সমন্বয় করা;

৬.১৪ সমিতির উদ্দেশ্যাবলীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের নিমিত্ত সহযোগী সংগঠন গড়ে তোলা এবং সহযোগী সংগঠনকে যাবতীয় সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করা;

৬.১৫ উন্নয়ন ও কল্যাণের নিমিত্তে অর্থ সংগ্রহ করা এবং সমিতির অর্থ, সিকিউরিটি, আমানত অথবা অন্য কোন নিরাপদ বিনিয়োগে রাখা;

৬.১৬ এরূপ অন্য সব কিছু করা যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ সাধনে সহায়ক হতে পারে;

৬.১৭ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩", "নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩" ও "প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা ২০১৯" এর আলোকে NDD প্রতিবন্ধীদের সম্পদ রক্ষার সুবিধার্থে আগ্রহী ব্যক্তিদের ডাটাবেজ তৈরী করে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা।

অনুমোদিত
২০/৪/২০২৫
আইয়ুব খান
উপপরিচালক (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

ধারা-৭: সদস্য পদ

৭.১ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, অটিস্টিক, ডাউন সিনড্রোম, সেরিব্রাল পালসি, স্নায়বিক বিকাশ জনিত প্রতিবন্ধিতা, মানসিক সমস্যাগ্রস্থ ও অন্যান্য ধরনের বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পিতামাতা, বৈধ অভিভাবক, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী পরিবারের সদস্য এবং মনস্তত্ববিদ, মনোচিকিৎসক, ডাক্তার, থেরাপিষ্ট, সমাজবিজ্ঞানী, সমাজকর্মী, দাঁতাসহ"-যারা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমস্যা দূরীকরণার্থে সংস্থার উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের স্বার্থে একাত্ম হয়ে কাজ করতে আগ্রহী তাঁরা সকলেই সমিতির সদস্য হওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। তবে সমিতির সংশ্লিষ্ট শাখায় বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের পিতামাতা, বৈধ অভিভাবক, দাদা-দাদী, নানা-নানী, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান, নাতী-নাতনীর সংখ্যা সমিতির মোট সদস্য সংখ্যার কমপক্ষে অর্ধেকের বেশী হতে হবে।

ডাঃ মোঃ শাহনেওয়াজ চৌধুরী

৭.২ একজন ব্যক্তি কেবল মাত্র একটি শাখায় সদস্য হতে পারবেন।

৭.৩ কোন ব্যক্তি এর মধ্যে একাধিক শাখার সদস্য হয়ে থাকলে তাকে যে কোন একটি শাখার সদস্য পদ রাখার জন্য জাতীয় নির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে অনুরোধ/নির্দেশনা পত্র দিতে হবে এবং যে শাখায় তিনি সদস্য পদ রাখতে আগ্রহী তাঁকে সেই শাখায় সদস্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। অন্য শাখায় সদস্য পদ স্থগিত থাকবে ও যুক্তিসংগত কারণে জাতীয় নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে সদস্যপদ এক শাখা হতে অন্য কোন শাখায় স্থানান্তর করা যাবে।

৭.৪ সদস্য পদের আবেদন অনুমোদিত হওয়ার পরে সদস্যকে নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ করতে হবে।

ধারা-৮: সদস্য পদের ধরন

৮.১ সাধারণ সদস্য;

৮.২ আজীবন সদস্য;

৮.৩ অনারারি সদস্য;

৮.৪ প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য।

ধারা-৯: সদস্য তালিকা

৯.১ এ গঠনতন্ত্র অনুমোদনের তারিখ হতে সুইড বাংলাদেশ এবং এর শাখাসমূহের সকল সদস্য সমিতির সাধারণ সদস্য হবেন এবং তাদের নাম সংশ্লিষ্ট শাখায় নির্ধারিত সদস্য তালিকা বইতে লিপিবদ্ধ থাকবে, যদি গঠনতন্ত্রের ধারা ৭ অনুযায়ী নির্ধরিত সময়ে বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করে থাকেন। এ গঠনতন্ত্র অনুমোদনের পর যদি কেউ সুইড বাংলাদেশ এর সদস্য হতে চান তবে তাঁকে এর যে কোন শাখায় সদস্য হতে হবে।

৯.২ এ গঠনতন্ত্রের ৭ নং অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক যোগ্য কোন ব্যক্তি শাখা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক সাধারণ সদস্য হিসেবে তালিকাভুক্ত হতে পারবেন, যদি সদস্য পদের জন্য তার দরখাস্তটি সংশ্লিষ্ট শাখার কোন সাধারণ/আজীবন সদস্য দ্বারা প্রস্তাবিত হয় ও অনুরূপভাবে অন্য একজন সদস্য দ্বারা সমর্থিত হয় এবং নির্বাহী কমিটিতে দরখাস্ত অনুমোদিত হওয়ার পর তিনি তালিকাভুক্তি চাঁদা হিসেবে টাকা ৩০০.০০ (তিন শত) এবং বার্ষিক চাঁদা হিসেবে টাকা ২০০.০০ (দুই শত) পরিশোধ করেন।

অনুমোদিত
আমিনুর খান
উপপরিচালক (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৯.৩ এ গঠনতন্ত্রের বিধান মোতাবেক একজন সাধারণ সদস্য যদি চলতি বছর পর্যন্ত বার্ষিক চাঁদাসহ সব পাওনা পরিশোধ করে থাকেন তবে তিনি সংশ্লিষ্ট শাখার সাধারণ সভায় অংশ গ্রহণ ও ভোট দিতে পারবেন এবং নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন।

৯.৪ এ গঠনতন্ত্রের ৭ নং অনুচ্ছেদের আওতায় কোন যোগ্য ব্যক্তি এককালীন টাকা ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) প্রদান করে শাখা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক আজীবন সদস্য হতে পারবেন। একজন সাধারণ সদস্যের যে সমস্ত অধিকার ও দায় দায়িত্ব থাকে একজন আজীবন সদস্যেরও একই রকম অধিকার ও দায় দায়িত্ব থাকবে। আজীবন সদস্যকে বার্ষিক চাঁদা প্রদান করতে হবে না।

৯.৫ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিষ্টিক ব্যক্তিদের কল্যাণে ও তাদের সেবায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য কোন ব্যক্তি, শাখা/জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক 'অনারারি সদস্য' হিসেবে নির্বাচিত হতে পারবেন। শাখা/জাতীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনারারী সদস্য মিটিং এ উপস্থিত থাকবার আমন্ত্রণ পেতে পারেন।

ডাঃ মোঃ শাহনেওয়াজ চৌধুরী

মোঃ মাহবুবুল মুনির

৯.৬ 'অনারারি সদস্যগণ' সমিতির কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং কোন মিটিং-এ ভোট দিতে পারবেননা। তবে পরামর্শ দিতে পারবেন।

৯.৭ শাখা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক কোন ব্যক্তির সদস্যপদ অনুমোদিত হলে ঐ নতুন সদস্যের পূর্নবিবরণ ও তাঁর নিকট হতে প্রাপ্ত সদস্য চাঁদার ১৫% অনুমোদনের পরবর্তী ১ (এক) মাসের মধ্যে জাতীয় নির্বাহী কমিটিকে অবহিতকরণসহ প্রদান করতে হবে।

৯.৮ কোন প্রতিষ্ঠান বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের সেবা করার লক্ষ্যে এককালীন টাকা ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) চাঁদা পরিশোধ করে স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য হতে পারবেন। শাখা নির্বাহী কমিটি সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য অনুমোদন করবেন। অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মনোনীত ৩ জন ব্যক্তি প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন। শাখায় এবং জাতীয় কাউন্সিলে তাদের ভোটাধিকার থাকবে।

৯.৯ এককালীন টাকা ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) চাঁদা গ্রহণ পূর্বক জাতীয় নির্বাহী কমিটি সরাসরি যে কোন আগ্রহী প্রতিষ্ঠানকে প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য হিসেবে অনুমোদন দিতে পারবে। জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক সরাসরি অনুমোদিত প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য শুধুমাত্র জাতীয় কাউন্সিলে প্রতিনিধিত্ব করবে। সমিতির কোন সদস্য যদি কোন শাখায় সদস্য পদে থাকেন এক্ষেত্রে ঐ শাখায় তার সদস্য পদ বলবৎ থাকবে। কিন্তু জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক সরাসরি অনুমোদিত কোন সমিতির কোন ব্যক্তি সুইড বাংলাদেশের কোন শাখার সদস্য পদ গ্রহণ করলে বা পূর্ব থেকেই সদস্য পদে বিদ্যমান থাকলে শাখায় তার ভোটাধিকারসহ সদস্য পদ বহাল থাকবে।

ধারা-১০: সদস্য হবার যোগ্যতা

১০.১ বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে।

১০.২ ১৮ বছরের উর্ধ্ব নারী, পুরুষ যারা অত্র সংস্থার আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে তারাই সদস্য হতে পারবেন।

১০.৩ সদস্য পদ লাভের জন্য আবেদন পত্র জাতীয় নির্বাহী কমিটি / সংশ্লিষ্ট শাখা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে সদস্যপদ লাভ করবেন।

১০.৪ প্রত্যেক সদস্য/সদস্যাগণকে বার্ষিক চাঁদা বাবদ নির্ধারিত ফি পরিশোধ করতে হবে।

১০.৫ কোন প্রার্থীর সমিতির সদস্য হওয়ার যোগ্যতা/ অযোগ্যতা বিষয়ক কোন প্রশ্নের উদ্ভব হলে জাতীয় নির্বাহী কমিটি সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিবে।

অনুমোদিত
আইয়ুব খান
উপপরিচালক (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা

ধারা-১১: সদস্যের বার্ষিক চাঁদা

১১.১ প্রতিবছর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করতে হবে। কোন সদস্যের চাঁদা বাকী থাকলে এবং লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হলে, শাখা নির্বাহী কমিটি উক্ত সদস্যকে সমিতির সদস্যপদ হতে অপসারণ / স্থগিত করতে পারবে।

১১.২ বাৎসরিক চাঁদা (জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর) হিসেবে গণনা করা হবে। প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সদস্যগণ বছরের চাঁদা পরিশোধ করবেন। কোন সদস্য ৩১ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে বছরের চাঁদা পরিশোধ না করলে নির্বাহী সচিব সংশ্লিষ্ট সদস্যকে রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে চাঁদা পরিশোধের অনুরোধ জানিয়ে লিখিত নোটিশ প্রদান করবেন। নোটিশ প্রদানের এক মাসের মধ্যে চাঁদা পরিশোধ না করলে

ডাঃ মোঃ শাহনেওয়াজ চৌধুরী

সদস্যপদ স্থগিত হয়ে যাবে। সংশ্লিষ্ট সদস্য যে কোন সময় প্রতি বছরের জন্য টাকা ৫০০.০০ (পাঁচ শত) হারে বিলম্ব ফি ও বকেয়া চাঁদা প্রদান করে সদস্যপদ নবায়ন করতে পারবেন। ধারাবাহিক ভাবে তিন বছর সদস্যপদ নবায়ন না করলে তার সদস্যপদ আপনা আপনিই বাতিল হয়ে যাবে।

ধারা-১২: সদস্যের পদত্যাগ

১২.১ কোন ব্যক্তি সমিতির সদস্যপদ হতে পদত্যাগ করার ইচ্ছা পোষণ করলে তাকে সমিতির মহাসচিব/শাখার নির্বাহী সচিবের মাধ্যমে জাতীয় নির্বাহী কমিটি/ সংশ্লিষ্ট শাখা নির্বাহী কমিটির নিকট লিখিতভাবে দুই মাস পূর্বে নোটিশ প্রদান করতে হবে। জাতীয় নির্বাহী কমিটি/সংশ্লিষ্ট শাখা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর তার সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

ধারা-১৩: সদস্যের অযোগ্যতা

১৩. নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ সদস্য হবার যোগ্য হবেন না ঃ

১৩.১ মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন,দেউলিয়া ঘোষিত বা নিঃস্ব ব্যক্তি;

১৩.২ নৈতিক অপকর্মের অভিযোগে আদালতে সাজা প্রাপ্ত ব্যক্তি;

১৩.৩ কোন লাভজনক কাজে এ সংস্থায় নিয়োজিত বা এর কোন শাখা হতে ব্যক্তিগতভাবে কোন আর্থিক সুবিধা, বেতন, মজুরী, পারিশ্রমিক গ্রহণকারী কোন ব্যক্তি;

১৩.৪ এ সংস্থা বা এর কোন শাখায় নিয়োগ প্রাপ্ত বেতনভুক্ত কোন ব্যক্তি;

১৩.৫ এ সংস্থা বা এর কোন শাখা হতে অসদাচরণের দায়ে বরখাস্তকৃত, অপসারিত বা চাকুরীচ্যুত ব্যক্তি;

১৩.৬ এ সমিতির উদ্দেশ্য ও কাজের সাথে সাংঘর্ষিক বা ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত কোন ব্যক্তি;

১৩.৭ অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি;

১৩.৮ বাংলাদেশের নাগরিক নয় এমন ব্যক্তি।

ধারা-১৪: সদস্যপদ স্থগিত

১৪.১ কোন ব্যক্তি এ সমিতি বা এর কোন শাখায় সাধারণ সদস্য বা আজীবন সদস্য হিসেবে থাকাকালীন সময়ে যদি এ সমিতি বা এর কোন শাখা হতে নিয়োগকৃত কর্মকর্তা/ কর্মচারী হিসেবে ব্যক্তিগত কোন আর্থিক সুবিধা ভোগ করেন তখন সে ব্যক্তির সদস্যপদ এ রকম সুবিধাভোগকালীন সময়ে স্থগিত থাকবে;

১৪.২ যদি কোন ব্যক্তি ১৯৮৮ সালের ১ জানুয়ারীর পূর্বে এ সমিতি বা এর কোন শাখার সদস্যপদ লাভ করে থাকেন তা হলে তাঁর সাধারণ/আজীবন সদস্যপদ বহাল থাকবে;

অনুমোদিত
আইয়ুব খান
উপপরিচালক (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

১৪.৩ সমিতিতে নিয়োগকৃত কোন সদস্য আর্থিক সুবিধাভোগকারী হলে এ সমিতি বা এর কোন শাখায় তিনি নির্বাচিত হতে বা এর কোন সভায় তিনি ভোটদানে অধিকার থাকবে না।

ধারা-১৫: শাখাসমূহ

১৫.১ সংগঠনের বা সমিতির উদ্দেশ্য সাধনকল্পে, সমিতির কার্যকর ইউনিট হিসেবে সমগ্র বাংলাদেশে এর শাখা থাকতে পারবে। এর শাখা অফিসগুলো মেট্রোপলিটন এলাকায়, জেলা সদরে এবং সমিতির প্রকল্পের অধীনে যে কোন জায়গায় জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত স্থান সমূহে অবস্থিত থাকতে পারবে।

ডাঃ মোঃ শাহনেওয়াজ চৌধুরী

মোঃ মাহবুবুল মুনির

১৫.২ নিম্নবর্ণিত শর্ত সমূহ পূরণ সাপেক্ষে জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক শাখাগুলো অনুমোদন প্রাপ্ত হবে ঃ

১৫.২.১ প্রতি শাখায় কমপক্ষে ২১ (একুশ) জন যোগ্য সদস্য থাকতে হবে;

১৫.২.২ গঠনতন্ত্রের বাধ্যবাধকতা অনুসারে সংশ্লিষ্ট শাখাতে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধীদের পিতামাতা, বৈধ অভিভাবক বা দাদা-দাদী, নানা-নানী, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান, নাতি, নাতনী সদস্য সংখ্যা মোট সদস্যদের সংখ্যার ৫০ শতাংশের বেশী হতে হবে;

১৫.২.৩ সদস্য চাঁদার শতকরা ১৫ ভাগ (১৫%) আদায়ের এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সদস্য তালিকাসহ সমিতির কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠাতে হবে।

ধারা-১৬: নীড

১৬.১ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিষ্টিক ছেলেমেয়েদের জন্য ইন্সটিটিউট যা "ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর দ্য ইন্টেলেকচুয়ালী ডিসএবল্ড (এনআইআইডি) – "National Institute for the Intellectually Disabled (NIID)" নামে পরিচিত। এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সমিতির জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক ৩ (তিন) বছর মেয়াদে ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা পরিষদ গঠিত হবে ঃ

১৬.২ নীড এর (NIID) ব্যবস্থাপনা পরিষদ

১৬.২.১ চেয়ারম্যান -১ (এক) জন (সুইড-'র সভাপতি) পদাধিকার বলে।

১৬.২.২ ভাইস-চেয়ারম্যান ১ (এক) জন (সুইড-'র মহাসচিব) পদাধিকার বলে।

১৬.২.৩ বিশেষজ্ঞ সদস্য: জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক মনোনীত ৩ (তিন) জন শিক্ষাবিদ। (অধ্যাপক/মনোচিকিৎসক/মনোবিজ্ঞানী/চিকিৎসক/সমাজবিজ্ঞানী)

১৬.২.৪ সদস্য - জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক মনোনীত ৩ (তিন) জন।

১৬.২.৫ সদস্য সচিব - ১ (এক) জন পরিচালক, সুইড-নীড।

অনুমোদিত
আইয়ুব খান
উপপরিচালক (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

১৬.৩ নীড এর (NIID) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১৬.৩.১ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিষ্টিক সহ নিউরো ডেভেলমেন্টাল ডিসএবিলিটিস সম্পন্ন অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযুক্ত জনশক্তিতে পরিণত ও সমাজের মূলস্রোত ধারার সাথে একীভূত করার লক্ষ্যে পরিচর্যা, শিক্ষা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ প্রদান করা ;

১৬.৩.২ লাইফ স্কিল কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উন্নয়ন ;

১৬.৩.৩ তাদের সামাজিকভাবে পুনর্বাসনের সুযোগ যেখানে সীমাবদ্ধ সেখানে উপযোগী শিক্ষা পদ্ধতি ও সমাজ ভিত্তিক পুনর্বাসন কার্যক্রমের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা ;

১৬.৩.৪ শিক্ষক, পেশাজীবি, থেরাপিস্ট, সমাজকর্মী, মনোবিজ্ঞানী প্রমুখদের দ্বারা প্রতিবন্ধকতা, প্রতিবন্ধিতা, প্রতিরোধ এবং তাদের পরিচর্যা ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ সুযোগ সৃষ্টির বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা;

১৬.৩.৫ এ সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারী, বেসরকারী সেবিকা, কেয়ারার্স, কেয়ার গিভার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ;

১৬.৩.৬ তাদের পরিচর্যা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, পুনর্বাসন এবং প্রতিরোধকল্পে সমধর্মী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/কেন্দ্র/ বিশ্ববিদ্যালয় সমন্বয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা ;

১৬.৩.৭ 'সেন্টার ফর এক্সিলেন্স' হিসেবে একটি আন্তর্জাতিক মানের বিষয়ভিত্তিক ইন্সটিটিউশন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা এবং দেশের স্বীকৃত যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বা অন্তর্ভুক্ত হয়ে কাজ করা;

১৬.৩.৮ মনোসামাজিক নির্দেশনা ও পরামর্শ কার্যক্রম;

১৬.৩.৯ স্নায়ুবিকাশ প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে গবেষণা ও প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ কল্পে তথ্য পুস্তিকা প্রকাশ ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা।

১৬.৪ সুইড ল্যাবরেটরী মডেল স্কুল (প্রতিষ্ঠাকাল: ২০০৯ রেজিঃ নং ঢ-০৬৯১/৭৮)।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

১৬.৪.১ নীড (এনআইআইডি) প্রণীত এবং সুইড বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত বিশেষ শিক্ষা কারিকুলাম ও ন্যাশনাল কারিকুলাম (সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক) এবং প্রতিবন্ধীতা সর্ম্পকিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯ এর ধারা-৮, উপধারা-খ (১)- উপধারা-৪(ঙ) অনুযায়ী ব্যক্তি কেন্দ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনা/IEP (Individual Education Plan) প্রস্তুত করে এনডিডি (Neuro-Developmental Disibilities)/ স্নায়ুবিকাশ প্রতিবন্ধীতা বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বয়স ভিত্তিক বিন্যস্ত শিক্ষা শ্রেনী সমূহের কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা;

১৬.৪.২ সুইড বাংলাদেশ এর ব্যবস্থাপনা ও নীড এর তত্ত্বাবধানে সুইড বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ এর বিএসএড কোর্সের এর প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ (পাঠদান ও ইনকোর্স পরিক্ষা) পরিচালনা করা;

অনুমোদিত

উপপরিচালক (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা

১৬.৪.৩ সরকারী বেসরকারী কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইন্সিটিটিউট, ক্লিনিক্যাল স্যোশাল ওর্য়াক, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সিটিটিউট, স্পীচ এন্ড কমিউনিকেশন, শিশু বর্ধন ও সামাজিক সর্ম্পক প্রভৃতি বিভাগের ছাত্র/ছাত্রীদের ফিল্ডওর্য়াক, ইন্টার্নশিপ ও গবেষণা কর্মের তথ্য অনুসন্ধান ও পর্যক্ষেণ কার্যক্রমের সুযোগ সৃষ্টি করা;

১৬.৪.৪ সুইড বাংলাদেশ এর ব্যবস্থাপনায় ও নীড এর তত্ত্বাবধানে সুইড ল্যাবরেটরী মডেল স্কুল এর অনুসরণে স্কুল ভিত্তিক বিশেষ শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম (Co-Curricular Activities) সারাদেশে সম্প্রসারণ;

১৬.৪.৫ এনডিডি/স্নায়ুবিকাশ প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ শিক্ষা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজ ভিত্তিক পুর্ণবাসনের লক্ষ্যে জনসচেতনতা/ গণজাগরণ সৃষ্টি করা;

১৬.৪.৬ বিশেষ শিক্ষা প্রশিক্ষণ লব্ধ শিক্ষার্থীদের জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা;

ডাঃ মোঃ শাহনেওয়াজ চৌধুরী
সভাপতি

মোঃ মাহবুবুল মুনির
মহাসচিব

১৬.৪.৭ এনডিডি (নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসএবিলিটিজ) শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ, উপযোগী কর্মসংস্থান ও জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, সমধিকার সুরক্ষা এবং জীবনমান উন্নয়নসহ সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

১৬.৫ সুইড রমনা ইনক্লুসিভ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয় (প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৯৫ নিবন্ধন নং- ঢ ০৬৯১/৭৮)

সুইড রমনা ইনক্লুসিভ বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয় :- নীড কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সুইড রমনা ইনক্লুসিভ স্কুল কার্যক্রম একইভাবে নীড (NIID) এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

১৬.৫.১ রিসোর্স সেন্টার: শিক্ষার্থীদের উপযোগী শ্রেণীকক্ষসহ সহযোগী উপকরণ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের সমন্বয়ে অন্তর্ভুক্ত/ একীভূত/ ইনক্লুসিভ শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে।

১৬.৫.২ সাধারণ শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় স্নায়ুবিকাশ প্রতিবন্ধীসহ সব ধরনের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

১৬.৫.৩ ১৯৭৭ সালে 'ইনক্লুসিভ এডুকেশন'-এর যে ধারণা ও দর্শন নিয়ে সুইড বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা বাস্তবায়নের মডেল হিসেবে কাজ করবে।

১৬.৫.৪ স্কুল কার্যক্রমঃ

শিক্ষার্থীর মনোবৈজ্ঞানিক/প্রতিবন্ধীতা পর্যবেক্ষণ, সনাক্তকরণ ও বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম-

❋ শিক্ষা-প্রশিক্ষণ শ্রেণী বিন্যাস ও শিক্ষার্থীর ভর্তির বয়সসীমা ঃ

→মা ও শিশু শ্রেণী: ৫-৭ বছর।

→শিশু শ্রেণী ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা: ৮-১০ বছর।

→শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা শ্রেণী: ১১-১৪ বছর।

→বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ শ্রেণী: ১৫-১৮ বছর।

→সহ-পাঠক্রমিক/কো-কারিকুলার এক্টিভিটিজ শ্রেণী ও মাঠ পর্যায়ের এবং পরিবেশগত প্রশিক্ষণ: ১৮- তদূর্ধ্ব

→ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক;

→স্কাউট;

→ফিল্ড ভিজিট/ শিক্ষা সফর।

১৬.৫.৫ শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি / আচারণগত জরুরী সমস্যা নিরসণ/মূল্যায়ন কার্যক্রম:

→ শ্রেণী ভিত্তিক শিক্ষক অভিভাবক সমাবেশ / প্যারেন্টস ডে;

→ গৃহ-পরিদর্শন;

→ কেস স্টাডি/কেস কনফারেন্স;

অনুমোদিত
আইয়ুব খান

ডাঃ মোঃ শাহনেওয়াজ চৌধুরী

মোঃ মাহবুবুল মুনির

১৬.৬ সুইড ভোকেশনাল ট্রেনিং স্কুল (প্রতিষ্ঠাকাল: ১ মে ২০২২ নিবন্ধন নং-ঢ ০৬৯১/৭৮)

১৬.৬.১ বৃত্তিমূলক কারিগরী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ;

১৬.৬.২ প্রাক কর্মসংস্থান দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ;

১৬.৬.৩ দৈনন্দিন কার্যক্রম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ;

১৬.৬.৪ সামাজিকীকরণের প্রশিক্ষণ;

১৬.৬.৫ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম;

১৬.৬.৬ থ্যারাপি কার্যক্রম;

১৬.৬.৭ মনোদৈহিক রোগ নিরাময়, মেডিটেশন ও যোগব্যায়াম;

১৬.৬.৮ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ;

১৬.৬.৯ পুনর্বাসন কার্যক্রম:- স্যোশাল কো-অপারেশন ও শিক্ষক-অভিভাবক সমন্বয়ে গৃহীত সহযোগিতামূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা;

১৬.৬.১০ শিক্ষা, শ্রম ও কর্মসংস্থান, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, যুব ও ক্রীড়া, জনপ্রশাসন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সহযোগিতায় / অনুমোদনক্রমে গৃহীত প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা;

১৬.৬.১১ জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক ৭ সদস্যের ব্যবস্থাপনা কমিটি এ স্কুলের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম করবে। দৈনন্দিন কার্যক্রম প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণের নিমিত্তে একজন মনিটর থাকবেন, মহাসচিবের মাধ্যমে যিনি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভায় এর বিষদ প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন।

ধারা-১৭: সুইড এর অঙ্গ সংগঠন সমূহ

১৭.১ টুইড বাংলাদেশ

টুইড বাংলাদেশ যা "ট্রাস্ট ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অব দ্য ইন্টেলেকচুয়ালী ডিসএবল্ড- Trust for the Welfare of the Intellectually Disabled, Bangladesh" নামে পরিচিত। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং পরবর্তী সময়ে অথবা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিকদের পুনর্বাসনের নিমিত্ত এ সংগঠনটি সুইড বাংলাদেশের সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করব। ১৯৯৪ সালে সুইড এর উদ্যোগে এ সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের আইন মন্ত্রণালয়ের অধীন নিবন্ধন অধিদপ্তরের আওতায় তেজগাঁও সাব-রেজিষ্ট্রি অফিস কর্তৃক ৩০/০৩/১৯৯৪ তারিখে নিবন্ধনকৃত। এতে সুইড এর প্রতিনিধি আছে। টুইড এর গঠনতন্ত্রে বর্ণিত বিধান মোতাবেক সুইড বাংলাদেশের নির্দেশনায় পরিচালিত হবে।

অনুমোদিত
আইয়ুব খান
উপপরিচালক (নিবন্ধন ও নিরীক্ষা)
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা

১৭.২ সুইড ফাউন্ডেশন

সুইড এর কর্মকান্ডকে আর্থিক ভাবে ও বিভিন্ন সম্পদ দিয়ে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে ২৫/০৫/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় কাউন্সিলের বার্ষিক সাধারণ সভায় সুইড ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর পরিচালনার নিমিত্ত একটি গঠনতন্ত্র ও বিধি বিধান আছে। সুইড এর জাতীয় নির্বাহী কমিটি ও জাতীয় কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত ও গঠনতন্ত্রের নিদের্শনা অনুযায়ী এ ফাউন্ডেশন পরিচালিত হবে। আবশ্যক বোধে সুইড ফাউন্ডেশন যে কোন নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের আওতায় নিবন্ধন গ্রহণ করতে পারবে।

ডাঃ মোঃ শাহনেওয়াজ চৌধুরী

মোঃ মাহবুবুল মুনির

১৭.৩ সুইড বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ

সুইড বাংলাদেশ এর উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় সুইড বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ১০ অক্টোবর ২০০৬ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তীতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এর অধিভূক্তি লাভ করে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত স্বারক নম্বর- 07(PRO-1-627) NU/ADHI/5007 তারিখ-১৮/০৫/২০০৬ অধিভুক্তি কোড নং-৬৫৭৩। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান কল্পে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিবন্ধিতা জনিত জাতীয় সমস্যা নিরসন ও প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে এ কলেজ চলমান B.S.Ed সহ ভবিষ্যত M.S.Ed ডিগ্রী কোর্সসহ আবশ্যকবোধে স্বল্পকালীন সার্টিফিকেট কোর্স বা ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করবে। কলেজের আয়-ব্যয় সহ যাবতীয় কার্যক্রম সুইড কর্তৃপক্ষ পরীবিক্ষণ করবে।

১৭.৪ সুইড বাংলাদেশ স্কাউট গ্রুপ

সুইড বাংলাদেশ স্কাউট ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ স্কাউটস এর এক্সটেনশন স্কাউটিং বিভাগের অনুমোদন লাভ করে। সুইড বাংলাদেশ এর মহাসচিব সুইড বাংলাদেশ স্কাউট এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং সুইড জাতীয় নির্বাহী কর্তৃক মনোনীত ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি দ্বারা সুইড বাংলাদেশ স্কাউট পরিচালিত হবে।

১৭.৫ সহযোগী প্রতিষ্ঠান

যে কোন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান সুইড বাংলাদেশে আবেদন করে সুইড বাংলাদেশের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। এইজন্য ঐ প্রতিষ্ঠানকে সহযোগী প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত এককালীন চাঁদা পরিশোধ করতে হবে।

১৭.৬ সুইড রত্নগভা শহীদ জননী খুরশিদ আরা জামে মসজিদ

সুইড বাংলাদেশ এর আওতায় সুইড জামে মসজিদের গঠনতন্ত্র মোতাবেক মসজিদ কমিটি পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে।

অনুমোদিত

১৭.৭ সুইড পরিচর্যকারীদের (Carers) এসোসিয়েশন

স্নায়ুবিকাশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যারা যত্ন নেন, লালন-পালন করেন, পরিচর্যা করেন, আদর দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, মায়া মমতাসহ সুরক্ষিত রাখেন, নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন রাখতে অহর্নিশ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করেন – তারাই কেয়ারার্স (Carers)। তাদের অনেক কষ্ট করতে হয়, বাড়তি অর্থ, শ্রম ও মেধার ব্যবহার করতে হয়। সাধারণতঃ পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, ভাই-বোনগণ এ কাজ করে থাকেন। তারা সমাজে পিছিয়ে পড়া এ জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতিদিন নিরলসভাবে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে এক ছাতার নিচে নিয়ে এসে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষে তাদের উৎসাহ দিতে, তাদেরকে প্রণোদনা দিতে, তাদের পক্ষে সুইড বাংলাদেশ কাজ করবে। সুইড এর জাতীয় নির্বাহী কমিটি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবে, শাখা পর্যায়ে শাখা নির্বাহী কমিটি ব্যবস্থা নিবে। তাদের কষ্ট কিছুটা লাঘব করতে সুইড কেয়ারার্স এসোসিয়েশন সুইড জাতীয় নির্বাহী কমিটি নির্দেশনায় গঠিত হয়ে পরিচালিত হবে।

আইয়ুব খান
উপপরিচালক (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
সমাজসেবা অধিদপ্তর

ধারা-১৮: শাখার সাধারণ পরিষদ ও সাধারণ সভা

১৮.১ সমিতির প্রত্যেক শাখার সাধারণ, আজীবন ও প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যদের সমন্বয়ে শাখার সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে ;

ডাঃ মোঃ শাহনেওয়াজ চৌধুরী
সভাপতি

মোঃ মাহবুবুল মুনির
মহাসচিব

১৮.২ সমিতির প্রতিটি শাখার সাধারণ পরিষদ প্রতি বছর মার্চ মাসে একবার বার্ষিক সাধারণ সভায় মিলিত হবে এবং নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করবে ঃ-

১৮.২.১ বিগত বার্ষিক সাধারণ সভা / বিশেষ সাধারণ সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন ও নিশ্চিত করা;

১৮.২.২ শাখার বার্ষিক প্রতিবেদন বিবেচনা করা ;

১৮.২.৩ শাখার বার্ষিক অডিটকৃত হিসাব বিবরণী অনুমোদন করা

১৮.২.৪ শাখার বার্ষিক বাজেট অনুমোদন করা ;

১৮.২.৫ জাতীয় কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত অডিটর দ্বারা অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করা;

১৮.২.৬ প্রতি তিন বছর অন্তর শাখার নির্বাহী কমিটি গঠন করা;

১৮.২.৭ জাতীয় নির্বাহী কমিটির নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং সর্ব বিষয়ে ভোটাধিকারসহ সমিতির প্রতিটি শাখা হতে সম সংখ্যক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে তিন-বছরের জন্য অথবা সমিতির পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত, যা আগে আসে, জাতীয় কাউন্সিলের ৫ (পাঁচ) জন প্রতিনিধি নির্বাচন করা যাদের মধ্যে কমপক্ষে ৩ (তিন) জন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিষ্টিক, নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পিতা-মাতা, বৈধ অভিভাবক, দাদা-দাদী, নানা-নানী, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান, নাতি-নাতনী থাকবে।

১৮.২.৮ জাতীয় নির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে গঠনতন্ত্রের বিধানের সাথে সংগতি রেখে তাদের স্থানীয় অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিধি গ্রহণ করা।

১৮.২.৯ উপদেষ্টা পরিষদ গঠন এবং উপদেষ্টা পরিষদের সুপারিশ ও পরামর্শ বিবেচনা করা।

১৮.২.১০ সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে অন্য যে কোন কর্ম সম্পাদন করা।

১৮.৩ জরুরী সুনির্দিষ্ট বিষয় সমূহ বিবেচনার জন্য শাখা নির্বাহী কমিটি সাধারণ পরিষদ, বার্ষিক সাধারণ সভা ও বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করতে পারবে। এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হবে। নির্ধারিত সময়ের ৩০ মিনিটের মধ্যে কোরাম গঠিত না হলে সভা মুলতবী হবে। সভাপতি উপস্থিত সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে মুলতবী সভার স্থান ও সময় নির্ধারণ করবেন এবং মুলতবী সভার জন্য কোরাম প্রয়োজন হবেনা।

১৮.৪ শাখা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বার্ষিক সাধারণ সভা ও বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের জন্য শাখার নির্বাহী সচিবকে সভার আলোচ্য সূচীসহ স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখপূর্বক সাধারণ পরিষদ প্রত্যেক সদস্যের কাছে কমপক্ষে ১৪ (চৌদ্দ) এবং ৭ (সাত) দিনের নোটিশ প্রদান করতে হবে।

১৮.৫ শাখার সাধারণ পরিষদের একটি রিকুইজিশন মিটিং আহ্বান করার জন্য শাখার ভোটাধিকার সম্পন্ন কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ সাধারণ/ আজীবন সদস্যের স্বাক্ষরে মিটিং-এর বিবেচ্য বিষয়বস্তু উল্লেখপূর্বক নির্বাহী সচিবের নিকট একটি অনুরোধ পত্র পাঠাতে হবে। নির্বাহী সচিব পরে বিষয়টি সভাপতির সাথে আলোচনা করে রিকুইজিশন পত্র প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে কমপক্ষে ৭ (সাত) দিনের নোটিশে সভা আহ্বান করবেন। উল্লিখিত পদ্ধতিতে নির্বাহী সচিব যদি এইরূপ কোন সভা আহ্বান না করেন তাহলে এক বা একাধিক সদস্য রিকুইজিশন সভার নোটিশ দিয়ে কমপক্ষে ৭ (সাত) দিনের নোটিশে সাধারণ সভা আহ্বান করতে পারবেন।

অনুমোদিত

ডাঃ মোঃ শাহনেওয়াজ চৌধুরী

শাখার সাধারণ/আজীবন সদস্যের মোট সংখ্যার কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে এইরূপ সভার কোরাম গঠিত হবে।

জাতীয় কাউন্সিলের জন্য যে পদ্ধতি নির্ধারিত, সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে সাধারণ পরিষদের সভা সমূহ অনুষ্ঠিত হবে এবং শাখা নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাগণ সাধারণ পরিষদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ জাতীয় কাউন্সিলে জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যদের মতো সাধারণ পরিষদে একই রকম অবস্থানে থাকবেন এবং একই রকমের দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা-১৯: শাখা নির্বাহী কমিটি

১৯.১ জাতীয় নির্বাহী কমিটির অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে শাখার ব্যবস্থাপনা, সংশ্লিষ্ট শাখার যোগ্যতা সম্পন্ন সদস্যদের মধ্য হতে এর সাধারণ পরিষদ দ্বারা ৩ (তিন) বছর মেয়াদ কালের জন্য নির্বাচিত নিম্নলিখিত ১৮ (আঠার) সদস্য সমন্বয়ে গঠিত শাখা নির্বাহী কমিটির উপর ন্যস্ত থাকবে ঃ

সভাপতি	-	১
১ম সহ-সভাপতি	-	১
২য় সহ-সভাপতি	-	১
৩য় সহ-সভাপতি	-	১
নির্বাহী সচিব	-	১
যুগ্ম-সচিব	-	১
অর্থ সচিব	-	১
সাংগঠনিক সচিব	-	১
প্রচার ও প্রকাশনা সচিব	-	১
শিক্ষা ও গবেষণা সচিব	-	১
ক্রীড়া সচিব	-	১
সাংস্কৃতিক সচিব	-	১
কল্যাণ ও পুনর্বাসন সচিব	-	১
সদস্য	-	৪
সমাজসেবা কর্মকর্তা	-	১
মোট =		১৮ জন

অনুমোদিত
আইয়ুব খান
উপপরিচালক (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

১৯.২ শাখা নির্বাহী কমিটির কার্যাবলী নিম্নরূপ হবে ঃ

১৯.২.১ গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী আবেদনকারী/আবেদনকারীদের সদস্যপদ মঞ্জুর করা। সদস্যপদ প্রাপ্ত হলে, অনুমোদনের তারিখ হতে তা কার্যকর হবে এবং কোন আবেদন পত্র প্রত্যাখাত হলে দরখাস্ত প্রাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রত্যাখানের কারণসহ জাতীয় নির্বাহী কমিটিকে অবশ্যই অবহিত করতে হবে।

১৯.২.২ সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং গঠনতন্ত্র ও জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিধি যদি থাকে তদানুযায়ী শাখার কার্যাদি, পরিকল্পনা ও পরিচালনা করা।

১৯.২.৩ বার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক বাজেট, বার্ষিক কর্ম প্রতিবেদন হিসাব নিরিক্ষা কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শাখা সমূহের বার্ষিক অডিটকৃত হিসাব বিবরণী তৈয়ার করা।

১৯.২.৪ শাখা নির্বাহী কমিটির অন্তর্ভুক্ত নন এমন শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের নিয়ে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা ও উপদেষ্টা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানসহ সুপারিশ ও পরামর্শ বিবেচনা করা।

১৯.২.৫ কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, শাখার সদস্য অথবা সদস্য নন এমন ব্যক্তিদেরকে প্রয়োজন মত অন্তর্ভুক্ত করে যথোপযুক্ত সাব-কমিটি গঠন করা।

১৯.২.৬ সমিতির উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব পালনের জন্য অন্য যে কোন কাজ সম্পাদন করা।

১৯.২.৭ শাখা নির্বাহী কমিটি প্রতি দু' মাসে অন্তত: একবার কমপক্ষে পাঁচ দিনের নোটিশে সভায় মিলিত হবেন। দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হবে। কোন জরুরী সভার জন্য কমপক্ষে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশের প্রয়োজন হবে।

১৯.২.৮ শাখা নির্বাহী কমিটির কোন সদস্য বিনা অনুমতিতে পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে তার নির্বাহী কমিটির সদস্যপদ আপনা হতেই বাতিল হয়ে যাবে।

১৯.২.৯ শাখা নির্বাহী কমিটির পাঁচ জন সদস্য আলোচ্য বিষয়বস্তু উল্লেখ পূর্বক শাখার সভাপতির নিকট ১ (এক)টি লিখিত আবেদন দিয়ে শাখা কমিটির রিকুইজিশন সভা আহ্বানের অনুরোধ করতে পারবেন। শাখার নির্বাহী সচিব এই ধরনের রিকুইজিশন প্রাপ্তির ১০ (দশ) দিনের মধ্যে সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে বাধ্য থাকবেন। শাখা নির্বাহী কমিটির মোট সদস্য সংখ্যার অন্তত: দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে এইরূপ সভার কোরাম গঠিত হবে।

১৯.২.১০ শাখা নির্বাহী কমিটিতে কোন পদ শূন্য হলে শাখা নির্বাহী কমিটির সভায় শাখার সাধারণ এবং আজীবন সদস্যদের মধ্য হতে পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত সময়ের জন্য কোন একজনকে কো-অপট করে তা পূরণ করতে পারবে।

১৯.২.১১ জাতীয় নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের ন্যায় শাখা নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাগণ শাখার ব্যাপারে একই রূপ দায়িত্ব পালন এবং একইভাবে কার্যাদি সম্পাদন করবেন।

ধারা-২০: শাখার নির্বাহী কমিটি বাতিল বা এডহক কমিটি গঠন

২০.১ জাতীয় নির্বাহী কমিটি শাখা সমূহের সম্পাদিত কার্যাদি মূল্যায়ণ করবেন এবং "শাখা পরিদর্শন/তদন্ত ও শুনানীর পর যদি এটা প্রমাণিত হয় যে, শাখা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গঠনতন্ত্র অমান্য করা হয়েছে বা সমিতির উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কোন কাজ অথবা কোন গুরুতর আর্থিক অনিয়ম করা হয়েছে কিংবা তাদের কৃতকার্যে সমিতির সদস্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে অথবা সমিতির জন্য দুর্নাম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তখন 'জাতীয় নির্বাহী কমিটি' সংশ্লিষ্ট শাখা নির্বাহী কমিটি বাতিল করে একটি এডহক কমিটি গঠন অথবা অন্য কোন ব্যবস্থা নিতে পারবেন। এই অবস্থায় এডহক কমিটি ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে শাখা নির্বাহী কমিটি পুনর্গঠন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন। জাতীয় নির্বাহী কমিটি বিশেষ প্রয়োজনে আবশ্যক বোধে এডহক কমিটির মেয়াদ বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে পারবে। প্রয়োজনে গঠিত এডহক কমিটি বাতিল পূর্বক নতুন এডহক কমিটি গঠন করে ঐ কমিটিকে দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন।

অনুমোদিত

২০.২ কোন শাখার কার্যক্রম স্থবির হলে, সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে নিষ্ক্রীয়তা দেখা দিলে, গঠনতন্ত্র লংঘিত হলে, শাখা কার্যক্রম স্থগিত করা হবে। পরবর্তীতে শাখার কার্যক্রম আবারও সক্রিয় করার নিমিত্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটি প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে, যদি সম্ভব না হয় তবে শাখা নির্বাহী কমিটি বাতিল বলে গণ্য হবে। সে ক্ষেত্রে শাখার কর্মকর্তা ও নির্বাহী সদস্যগণসহ জাতীয় কাউন্সিলের প্রতিনিধিগণ তাদের সকল পদ মর্যাদা ও

ডাঃ মোঃ শাহনেওয়াজ চৌধুরী

ভোটাধিকার হারাবেন। এমতাবস্থায় জাতীয় নির্বাহী কমিটি নতুন নির্বাহী কমিটি গঠনের লক্ষ্যে একটি এডহক কমিটি গঠন করবেন। এডহক কমিটি জাতীয় নির্বাহী কমিটির নির্দেশনায় নির্ধারিত মেয়াদে দায়িত্ব পালন করবে।

ধারা-২১: প্রভিশনাল বা সাময়িক শাখা

২১.১ সমিতির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন কল্পে প্রতিষ্ঠিত কোন প্রতিষ্ঠান, শাখা হিসাবে গণ্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ পূরণ করতে না পারা পর্যন্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটি এটাকে প্রভিশনাল বা সাময়িক শাখা হিসাবে গণ্য করতে পারবে।

২১.২ কোন সাময়িক বা প্রভিশনাল শাখা জাতীয় কাউন্সিলের সভায় একজন প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে। কিন্তু তাঁর ভোটাধিকার কিংবা নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার থাকবে না।

ধারা-২২: সমিতির জাতীয় নির্বাহী কর্তৃপক্ষ

জাতীয় পর্যায়ে সমিতির নিম্নলিখিত কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংস্থা সমূহ থাকবে ঃ

২২.১ জাতীয় পরিষদ বা কাউন্সিল;

২২.২ উপদেষ্টা কমিটি;

২২.৩ জাতীয় নির্বাহী কমিটি;

২২.৪ জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গঠিত প্রয়োজনীয় কমিটি ও সাব-কমিটি সমূহ।

ধারা-২৩: জাতীয় কাউন্সিল

২৩.১ সমিতির সকল বিষয়ে জাতীয় কাউন্সিলের সর্বোচ্চ এখতিয়ার থাকবে যা সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দেশনা, নীতি নির্ধারণ এবং গঠনতন্ত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কার্যাদি পরিচালনার নিমিত্তে বিধিমালা প্রণয়ন করতে পারবে।

২৩.২ জাতীয় কাউন্সিল যাদের সমন্বয়ে গঠিত হবে ঃ

২৩.২.১ শাখা সমূহের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ;

২৩.২.২ সাময়িক অথবা অস্থায়ী শাখা সমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ;

২৩.২.৩ ১৯৮৮ সালের ১ এপ্রিল-এর বিশেষ সাধারণ সভায় যেদিন গঠনতন্ত্র সংশোধনীর জন্য উপস্থাপিত হয়েছিল সেদিন তদানিন্তন বাংলাদেশ মানসিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ও শিক্ষা সমিতির (এসসিইএমআরবি) যারা সদস্য ছিলেন তাঁরা যদি তাদের বার্ষিক সদস্য চাঁদা পরিশোধ করে থাকেন এবং শাখার সদস্য তালিকা বইতে তাদের নাম লিপিবদ্ধ থাকে এবং শাখা কর্তৃক তাদের নাম প্রধান কার্যালয়ে যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়ে থাকে;

অনুমোদিত
আইয়ুব খান
উপপরিচালক (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২৩.২.৪ অনারারি সদস্যগণ।

২৩.২.৫ প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যগণ।

২৩.৩ বিদায়ী জাতীয় নির্বাহী কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ নব-গঠিত জাতীয় কাউন্সিলের প্রথম সভায় যোগদান করবেন, কিন্তু তাঁরা শাখা প্রতিনিধি হিসাবে পুনঃনির্বাচিত না হয়ে থাকলে তাঁদের কোন ভোটাধিকার থাকবে না অথবা জাতীয় কাউন্সিলের সেই সভায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অধিকার থাকবে না।

২৩.৪ জাতীয় কাউন্সিলের কোন শাখা প্রতিনিধির পদ শূন্য হলে সংশ্লিষ্ট শাখার নির্বাহী কমিটি গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ইহার যোগ্য সদস্যদের মধ্য হতে যে কাউকে মনোনয়ন দিয়ে তা পূর্ণ করতে পারবেন।

২৩.৫ জাতীয় নির্বাহী কমিটির বিদায়ী সদস্যগণ নবনির্বাচিত জাতীয় নির্বাহী কমিটির প্রথম সভায় যোগদান করবেন, অসমাপ্ত ও ধারাবাহিক উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে পরামর্শ/মতামত ব্যক্ত করবেন এবং তাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের মাধ্যমেই নবগঠিত জাতীয় নির্বাহী কমিটির প্রথম নিয়মিত সভা শুরু হবে। বিদায়ী সদস্যগণ নব নির্বাচিত জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভার সময়ে সভায় উপস্থিত থাকবেন না।

ধারা-২৪: জাতীয় কাউন্সিলের সভা সমূহ ঃ

২৪.১ বার্ষিক সাধারণ সভা ;

২৪.২ বিশেষ সাধারণ সভা ;

২৪.৩ রিকুইজিশন সভা।

ধারা-২৫: বার্ষিক সাধারণ সভা

২৫.১ জাতীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মে মাসের যে কোন দিন, সময় এবং স্থানে জাতীয় কাউন্সিল বছরে একবার বার্ষিক সাধারণ সভায় মিলিত হবে এবং সেই সভায় নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করবে ঃ

২৫.১.১ বিগত বার্ষিক সভা এবং বিশেষ সাধারণ সভা যদি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, এর কার্য বিবরণী নিশ্চিতকরণ;

২৫.১.২ বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং আলোচনা ও অনুমোদন;

২৫.১.৩ বিগত বছরের অডিটকৃত হিসাব-নিকাশের বিবরণীর উপর আলোচনা ও অনুমোদন;

২৫.১.৪ চলতি বছরের বাজেট ও পরবর্তী বছরের বাজেটের আনুমানিক হিসাব এবং বার্ষিক পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও অনুমোদন;

২৫.১.৫ অডিটর নিয়োগ এবং তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ;

২৫.১.৬ প্রতি ৩ (তিন) বছর পর জাতীয় কাউন্সিলের প্রতিনিধি/সদস্যগণের মধ্য হতে জাতীয় নির্বাহী কমিটির নির্বাচন;

২৫.১.৭ জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রেরিত অন্য যে কোন বিষয়;

২৫.১.৮ সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে অন্য যে কোন বিষয়।

অনুমোদিত
আইয়ুব খান
উপপরিচালক (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২৫.২ জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক জরুরী কোন বিষয় আলোচনার জন্য জাতীয় কাউন্সিলের বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করা যাবে।

২৫.৩ জাতীয় কাউন্সিলের বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করতে আলোচ্য বিষয়ের উল্লেখসহ কমপক্ষে যথাক্রমে ২১ ও ১০ দিনের নোটিশ প্রদান করতে হবে।

ধারা-২৬: জাতীয় কাউন্সিলের সভার কার্যক্রম

২৬.১ জাতীয় কাউন্সিলের সকল সভায় জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি সভাপতিত্ব করবেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে জাতীয় নির্বাহী কমিটির যে কোন একজন সহ-সভাপতি জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সভাপতিত্ব করবেন। সহ-

ডাঃ মোঃ শাহনেওয়াজ চৌধুরী

সভাপতিগণও অনুপস্থিত থাকলে সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হতে একজনকে সভার সভাপতি নির্বাচিত করবেন।

২৬.২ উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগণ সভায় আমন্ত্রিত হবেন এবং আবশ্যক বোধে উপস্থিত হয়ে সভাপতির অনুরোধে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন।

ধারা-২৭: কোরাম গঠন

২৭.১ জাতীয় কাউন্সিলের বার্ষিক সাধারণ সভা ও বিশেষ সাধারণ সভায় কোরাম গঠন করার জন্য জাতীয় কাউন্সিলের যে সকল প্রতিনিধিবৃন্দ/সদস্যগণের ভোটাধিকার আছে তাঁদের দুই তৃতীয়াংশের উপস্থিতি প্রয়োজন হবে। নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘন্টার মধ্যে যদি কোরাম গঠিত না হয় তবে এ সভা মুলতবী হবে এবং অনুরূপ অবস্থায় সাধারণ ভাবে সভাপতি অথবা মহাসচিব উপস্থিত সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে মুলতবী সভার সময় ও স্থান নির্ধারণ করবেন।

২৭.২ সদস্যগণের রিকুইজিশন অনুযায়ী জাতীয় কাউন্সিলের কোন সভা নির্দিষ্ট সময়ের অর্ধ ঘন্টার মধ্যে যদি কোরাম গঠিত না হয় তবে সভা বাতিল হয়ে যাবে।

২৭.৩ কোন সভার সভাপতি উপস্থিত জাতীয় কাউন্সিলরদের সম্মতি সাপেক্ষে সভা স্থগিত ঘোষণা করতে পারবেন। কিন্তু পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত স্থগিত সভায় এজেন্ডার অনিস্পন্ন বিষয় ব্যতিরেকে অন্য কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

ধারা-২৮: সভায় প্রস্তাব অনুমোদন

২৮.১ জাতীয় কাউন্সিলের সভায় যে কোন প্রস্তাব অথবা শাখাসমূহের প্রস্তাব অথবা যে কোন সিদ্ধান্ত ভোটের মাধ্যমে/হাত উত্তোলনের দ্বারা গৃহীত হবে, যদি না সভার সভাপতি অথবা এক-দশমাংশ সদস্য যাদের ভোটাধিকার আছে তারা ব্যালটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চান। হাত উত্তোলনের দ্বারাই হউক বা ব্যালটের মাধ্যমেই হউক, উভয় পক্ষ সম-ভোট হলে সভার সভাপতি কাষ্টিং ভোট দিয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন।

অনুমোদিত
২০/৮/২০১৫
আইয়ুব খান
উপপরিচালক (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা

ধারা-২৯: রিকুইজিশন সভা

২৯.১ ভোটাধিকার সম্পন্ন জাতীয় কাউন্সিলের ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধি/ সদস্যদের লিখিত রিকুইজিশন প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে বিষয়বস্তু উল্লেখপূর্বক সভাপতি বিশেষ সভা আহবান এবং ২১ (একুশ) দিন পূর্বে তারিখ, সময়, স্থান ও সভার আলোচ্য বিষয়ের উল্লেখ পূর্বক নোটিশ প্রদানের ব্যবস্থা করবেন।

২৯.২ এই রকম রিকুইজিশন সভার কোরাম গঠনের জন্য জাতীয় কাউন্সিলের ভোটাধিকার সম্পন্ন সকল প্রতিনিধি/ সদস্যগণের কমপক্ষে অর্ধেকের উপস্থিতির প্রয়োজন হবে।

ধারা-৩০: উপদেষ্টা কমিটি

সুইড বাংলাদেশ এর ৩০/০৫/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় কাউন্সিলের বার্ষিক সাধারণ সভায় সুইড উপদেষ্টা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সুইড এর জাতীয় নির্বাহী কমিটি ও জাতীয় কাউন্সিলের

ডাঃ মোঃ শাহনেওয়াজ চৌধুরী

কর্মকাণ্ডসহ সুইড এর যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনায় উপদেশ ও পরামর্শ প্রদানর নিমিত্ত শুভাকাঙ্ক্ষীদের সমন্বয়ে গঠিত হবে। অনূর্ধ্ব ১৫ সদস্য বিশিষ্ট এ উপদেষ্টা কমিটির একজন সভাপতি থাকবেন। কমপক্ষে বছরে দুবার সভা অনুষ্ঠিত হবে। উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হওয়ার পর ১ম সভায় উপস্থিত উপদেষ্টাদের সমর্থনে তাঁদের মধ্য হতে ১(এক) জন সভাপতি নির্বাচিত হবেন। সভাপতির অনুষ্থিতিতে উপস্থিত সদস্যদের মধ্য থেকে ১ জন সভাপতিত্ব করবেন। সুইড এর জাতীয় নির্বাহী কমিটির মহাসচিব এই কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে কাজ করবেন। সুইড শাখা পর্যায়ে শাখা নির্বাহী কমিটি অনুরূপ উপদেষ্টা কমিটি গঠন করতে পারবে।

ধারা-৩১: জাতীয় নির্বাহী কমিটি (সাংগঠনিক কাঠামো)

৩১.১ জাতীয় নির্বাহী কমিটি প্রতি তিন বছর অন্তর নির্বাচিত হবে এবং উহা নিম্নলিখিত কর্মকর্তা ও সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হবে ঃ

সভাপতি	-	১
১ম-সহ-সভাপতি	-	১
২য় সহ-সভাপতি	-	১
৩য় সহ-সভাপতি	-	১
৪র্থ সহ-সভাপতি	-	১
৫ম সহ-সভাপতি	-	১
মহাসচিব	-	১
১ম-যুগ্ম-মহাসচিব	-	১
২য়-যুগ্ম-মহাসচিব	-	১
অর্থ সচিব	-	১
সাংগঠনিক সচিব	-	১
প্রচার ও প্রকাশনা সচিব	-	১
শিক্ষা ও গবেষণা সচিব	-	১
ক্রীড়া সচিব	-	১
সাংস্কৃতিক সচিব	-	১
কল্যাণ ও পুনর্বাসন সচিব	-	১
সদস্য	-	১১
সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	-	১
সর্বমোট =		২৮ জন

অনুমোদিত
আইয়ুব খান
উপপরিচালক (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা

৩১.২ সভাপতি এবং মহাসচিব বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধীদের পিতামাতা/বৈধ অভিভাবক/ দাদা-দাদী, নানা-নানী, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্য হতে নির্বাচিত বা মনোনীত হবেন।

৩১.৩ জাতীয় নির্বাহী কমিটির কোন অফিস বিয়ারার একই পদে পরপর (৩) বারের অধিক নির্বাচিত হতে পারবেন না। নির্বাহী সদস্যদের বেলায় এটি প্রযোজ্য হবেনা।

ধারা-৩২: জাতীয় নির্বাহী কমিটি (দায়িত্ব)

৩২.১.১ কমপক্ষে প্রতি দুইমাসে একবার সভায় মিলিত হবে।

ডাঃ মোঃ শাহনেওয়াজ চৌধুরী

মোঃ মাহবুবুল মুনিম

৩২.১.২ গঠনতন্ত্রের ২২ ও ৩০ ধারা অনুযায়ী উপদেষ্টা কমিটি গঠন করবে।

৩২.১.৩ গঠনতন্ত্র অনুসারে সমিতির সকল শাখা, অস্থায়ী শাখাসহ সমিতির যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং বাস্তবায়নের নিমিত্ত সকল প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৩২.১.৪ প্রয়োজন অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিচালনা করবে।

৩২.১.৫ বার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক বাজেট, বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরী এবং জাতীয় কাউন্সিলে পর্যালোচনার জন্য নিরীক্ষিত হিসাব প্রতিবেদন উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।

৩২.১.৬ সমিতির কল্যাণ ও উন্নয়নে যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সম্পত্তি দেখাশুনাসহ হস্তান্তর তদারকী ও সংরক্ষণ করবে।

৩২.১.৭ আর্থিক ও প্রশাসনিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং কার্যক্রম সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্দেশনার নিমিত্ত ৭ সদস্য বিশিষ্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করবে।

৩২.১.৮ কার্যক্রমে সাহায্য-সহযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় সাব-কমিটি এবং সুনির্দিষ্ট কোন বিষয়/কার্যক্রমের জন্য বিশেষ কমিটি গঠন করবে। যারা সমিতির সদস্য নন, এমন ব্যক্তিগণও প্রয়োজনে এই কমিটির অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন।

৩২.১.৯ শাখাসমূহের নির্বাহী কমিটি গঠন, বার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট পরীক্ষা এবং অনুমোদন করবে।

৩২.১.১০ জাতীয় কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন করবে।

৩২.১.১১ উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালনের জন্য অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন করতে পারবে।

৩২.২ জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভা দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য দ্বারা কোরাম গঠিত হবে। নির্ধারিত সময়ের ৩০ মিনিটের মধ্যে কোরাম গঠিত না হলে সভা মূলতবী হবে এবং সভাপতি উপস্থিত সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে সভার তারিখ, সময় নির্ধারণ করবেন। মুলতবী সভার কোন কোরাম প্রয়োজন হবে না।

৩২.৩ জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভা আলোচ্যসূচী উল্লেখসহ ৭ (সাত) দিনের নোটিশে আহবান করতে হবে।

৩২.৪ ২৪ ঘন্টার নোটিশে জরুরী সভা আহবান করা যাবে।

৩২.৫ জাতীয় নির্বাহী কমিটির কোন সদস্য অনুমতি ব্যতিরেকে পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্য পদ বাতিল হবে।

৩২.৬ জাতীয় নির্বাহী কমিটির কমপক্ষে ৭ (সাত) জন সদস্য আলোচ্য বিষয় উল্লেখ পূর্বক রিকুইজিশন সভা আহবান করতে পারবেন। মহাসচিব সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে এ ধরনের সভা আহবান করবেন।

৩২.৭ জাতীয় নির্বাহী কমিটির কোন পদ শূন্য হলে অবশিষ্ট সময়ের জন্য জাতীয় কাউন্সিলের সদস্যগণের মধ্য হতে জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক কো-অপ্ট দ্বারা উক্ত পদ পূরণ করা হবে।

অনুমোদিত

আইয়ুব খান
উপপরিচালক (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

ডাঃ মোঃ শাহনেওয়াজ চৌধুরী

মোঃ মাহবুবুল মুনির

ধারা-৩৩ঃ সভাপতি

সমিতির প্রধান হবেন সভাপতি। তিনি জাতীয় কাউন্সিল ও জাতীয় নির্বাহী কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং সমিতির সকল কার্য তদারকীতে পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন।

৩৩.১ প্রথম সহ-সভাপতি

প্রথম সহ-সভাপতি সভাপতির অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং সমিতির কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগিতা করবেন।

৩৩.২ দ্বিতীয় সহ-সভাপতি

দ্বিতীয় সহ-সভাপতি, সভাপতি ও প্রথম সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩৩.৩ তৃতীয় সহ-সভাপতি

সভাপতি, প্রথম ও দ্বিতীয় সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে তৃতীয় সহ-সভাপতি, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩৩.৪ চতুর্থ সহ-সভাপতি

সভাপতি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে ৪র্থ সহ-সভাপতি, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩৩.৫ পঞ্চম সহ-সভাপতি

সভাপতি, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও ৪র্থ সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে ৫ম সহ-সভাপতি, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা- ৩৪ঃ মহাসচিব

৩৪.১.১ জাতীয় কাউন্সিল এবং জাতীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন করবেন।

৩৪.১.২ ম্যানেজমেন্ট কমিটির সুপারিশ ও নির্দেশনা জাতীয় নির্বাহী কমিটিতে উপস্থাপন করবেন।

৩৪.১.৩ বিভিন্ন সাব-কমিটির সুপারিশসমূহ জাতীয় নির্বাহী কমিটিতে উপস্থাপন ও বাস্তবায়ন করবেন।

৩৪.১.৪ জাতীয় কাউন্সিল ও জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভা আহবান করবেন এবং সভাপতির পরামর্শক্রমে সভার আলোচ্য সূচী নির্ধারণ করবেন।

৩৪.১.৫ সমিতির জাতীয় কাউন্সিল ও জাতীয় নির্বাহী কমিটির সকল সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত করবেন।

৩৪.১.৬ সমিতির সকল সদস্য, বিভিন্ন পর্যায়ের ও স্তরের সকল শাখা সমূহ ও সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

৩৪.১.৭ জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত সমিতির বার্ষিক প্রতিবেদন জাতীয় কাউন্সিলের সাধারণ সভায় উপস্থাপন করবেন।

৩৪.১.৮ সমিতির সকল কর্মী নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসনিক কার্য পরিচালনা করবেন।

অনুমোদিত

আইয়ুব খান
উপপরিচালক (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

ডাঃ মোঃ শাহনেওয়াজ চৌধুরী

মোঃ মাহবুবুল মুনির

৩৪.১.৯ সমিতির হিসাব সংরক্ষণ নিশ্চিত করবেন।

৩৪.১.১০ জাতীয় নির্বাহী কমিটির তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় তহবিল গঠন করবেন।

৩৪.১.১১ সমিতির সকল ধরনের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি দেখাশুনা করবেন।

৩৪.১.১২ জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ও পরামর্শ অনুয়ারী অন্য যে কোন কাজ সম্পাদন করবেন।

৩৪.১.১৩ সমিতির আওতাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যক্রম তদারক ও তত্ত্বাবধান করবেন।

৩৪.২ প্রথম যুগ্ম-মহাসচিব

প্রথম যুগ্ম-মহাসচিব মহাসচিবের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত মহাসচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং সমিতির কার্যক্রম পরিচালনায় মহাসচিবকে সহযোগিতা করবেন।

৩৪.৩ দ্বিতীয় যুগ্ম-মহাসচিব

মহাসচিব এবং প্রথম যুগ্ম-মহাসচিবের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। **যুগ্ম-মহাসচিবগণ** প্রয়োজনে জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা-৩৫: অর্থ সচিব

৩৫.১ সমিতির তহবিলের জিম্মাদার হবেন এবং সমিতির হিসাব সঠিক সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণসহ তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করবেন।

৩৫.২ সমিতির বার্ষিক বাজেট, জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত অডিটকৃত হিসাব-নিকাশ জাতীয় কাউন্সিলে উপস্থাপন করবেন।

৩৫.৩ জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত আর্থিক বিয়য়াদি পরিচালনা করবেন।

ধারা-৩৬: **সাংগঠনিক সচিব**

৩৬.১ জাতীয় কাউন্সিল/জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সকল সাংগঠনিক বিষয়, সদস্য অন্তর্ভুক্তিকরণ, সমগ্র দেশে শাখা স্থাপন, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা-৩৭: প্রচার ও প্রকাশনা সচিব

৩৭.১ সমিতির কার্যক্রম প্রচারণা, NDD বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সকল ব্যক্তিদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, সমিতির উদ্দেশ্যাবলী অভিক্ষেপে প্রচারণামূলক কর্মসূচী প্রণয়ন, কার্যক্রম পরিচালনা এবং বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে বিভিন্ন প্রচার পত্র, পোস্টার, ম্যাগাজিন প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করবেন। যাবতীয় প্রকাশনা ও প্রচারের ব্যবস্থা, তথ্য আদান প্রদান এবং গণমাধ্যমের সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা-৩৮: শিক্ষা ও গবেষণা সচিব

৩৮.১ শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক দায়িত্ব পালন করবেন। সুইড এর আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠানসহ এ সংক্রান্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে অবদান রাখবেন এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

অনুমোদিত
১৬/০৬/২০২৫
আইয়ুব খান
উপপরিচালক (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

ডাঃ মোঃ শাহনেওয়াজ চৌধুরী
সভাপতি

মোঃ মাহবুবুল মুনির

ধারা-৪৩: সম্পদ ও সম্পত্তি

৪৩.১ সুইড বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয় এবং এর আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং শাখাসমূহের যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ এবং সম্পত্তি সুইড বাংলাদেশের সম্পদ ও সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে।

৪৩.২ প্রতিটি সম্পদ ও সম্পত্তির তালিকাসহ বিবরণী সংশ্লিষ্ট শাখায় ও প্রতিষ্ঠানে এবং সুইড বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয়ে সংরক্ষিত থাকবে।

৪৩.৩ কোন কারণে সুইডের আওতাধীন কোন প্রতিষ্ঠান ও শাখার বিলুপ্তি ঘটলে উক্ত সম্পদ ও সম্পত্তি সুইড এর তত্ত্বাবধানে চলে আসবে।
প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন প্রতিষ্ঠান বা শাখা সুইড এর সম্পদ এবং সম্পত্তি হস্তান্তর বা অন্য কোন কিছু করতে পারবে না।

ধারা-৪৪: হিসাব-নিকাশ

৪৪.১ তফসিলকৃত ব্যাংকে সুইড বাংলাদেশ এবং এর শাখা সমূহের নামে একাউন্ট খোলা যাবে। সভাপতি, মহাসচিব/নির্বাহী সচিব এবং অর্থ সচিব – এদের তিন জনের স্বাক্ষরে একাউন্ট খোলা হবে। এদের মধ্য হতে যে কোন দুই জনের যৌথ স্বাক্ষরে তাদের নিজ নিজ ইউনিটের ব্যাংক একাউন্ট পরিচালিত হবে।

৪৪.২ কেন্দ্রীয় এবং শাখা সমূহের সকল ব্যয় জাতীয়/ শাখা নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে হতে হবে।

৪৪.৩ জাতীয় কাউন্সিল দ্বারা নিয়োজিত অডিট ফার্ম সকল হিসাব-নিকাশ বার্ষিক অডিট করবেন।

৪৪.৪ সমিতির আর্থিক বছর হবে ১ জানুয়ারী হতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

৪৪.৫ সরকার বা রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত অডিট ফার্ম দ্বারা সংস্থার আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করতে হবে।

৪৪.৬ সংস্থার অনুকূলে প্রাপ্ত সকল দেশী ও বৈদেশিক অনুদান বাংলাদেশের যে কোন সিডিউল ব্যাংকের হিসাবের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে।

ধারা-৪৫: সাধারণ বিধানাবলী

৪৫.১ জাতীয় কাউন্সিল/সাধারণ পরিষদের সকল সিদ্ধান্ত, যেগুলি সম্পর্কে এই গঠনতন্ত্রে বিশেষ বিধান রাখা হয়নি তা সভায় ভোটাভুটির মাধ্যমে উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাধিক্য ভোট দ্বারা নির্ধরিত হবে।

৪৫.২ গঠনতন্ত্রের বিধান সমূহের ব্যাখ্যা করবার এবং বিধান সমুহের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় নির্বাহী কমিটির যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকার থাকবে।

৪৫.৩ যেই সব বিষয়ে গঠনতন্ত্রের স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টি বিধান নেই, সেই সব বিষয়ে এবং জরুরী অবস্থায় জাতীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তই বলবৎ ও বাধ্যতামুলক হবে।

ধারা-৪৬: গঠনতন্ত্রের সংশোধন

৪৬.১ জাতীয় কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দের/ সদস্যগণের মধ্যে যাদের ভোটাধিকার আছে তাদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোট দ্বারা গঠনতন্ত্রের যে কোন অংশ সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন অথবা বিলুপ্তি বা বিয়োজন করা যাবে। তবে শর্ত থাকবে যে, জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ অবহিত করে জাতীয় কাউন্সিলের সভার ২১ দিন পূর্বে জাতীয় কাউন্সিলের সদস্যদের নিকট নোটিশ প্রদান করতে হবে।

অনুমোদিত

আইয়ুব খান
উপপরিচালক (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

ডাঃ মোঃ শাহনেওয়াজ চৌধুরী

৪৬.২ কোন সদস্য কর্তৃক আনিত গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব প্রতি বছর অক্টোবর মাসের মধ্যে জাতীয় কাউন্সিলের পরবর্তী সভায় আলোচ্য সূচীর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মহাসচিবের নিকট পাঠাতে হবে।

৪৬.৩ জাতীয় নির্বাহী কমিটি নিজের পক্ষ হতে গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব রাখতে পারবে।

৪৬.৪ সমিতির গঠনতন্ত্রের সকল প্রকার সংশোধন 'নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ'-কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

ধারা-৪৭: সদস্যপদ অপসারণ/ বহিষ্কার ও পুনর্বহাল

৪৭.১ জাতীয়/সকল পর্যায়ের শাখা নির্বাহী কমিটির কোন সদস্যকে অথবা সুইড বাংলাদেশের কোন সদস্যকে সমিতির উদ্দেশ্য ও স্বার্থকে ব্যাহত করার অথবা গঠনতন্ত্র লংঘন করার অভিযোগ জাতীয় কাউন্সিলের/শাখার এক-চতুর্থাংশ সদস্যের লিখিত অভিযোগে অভিযুক্ত করা যাবে। অভিযোগ সুনির্দিষ্ট হতে হবে। সুইড বাংলাদেশের মহাসচিব/শাখার নির্বাহী সচিব সভার এক মাস আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত করবেন। এরূপ অভিযুক্ত ব্যক্তির জাতীয় কাউন্সিলে/শাখার সাধারণ পরিষদের সভায় আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার থাকবে।

৪৭.২ ভোটাধিকার সম্পন্ন উপস্থিত প্রতিনিধি/সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে যে কোন অভিযুক্ত অফিস বিয়ারারকে তার পদ হতে অপসারণ এবং কোন সদস্যকে সমিতির সদস্যপদ হতে বহিষ্কার করা যাবে।

৪৭.৩ সুইড বাংলাদেশের কোন সদস্য সংগঠনের ১৩ ধারা মতে অযোগ্য হয়েছে বলে মনে হলে সংশ্লিষ্ট শাখা নির্বাহী কমিটি তার সদস্য পদ বাতিল করবেন। অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট লিখিত ব্যাখ্যা ও শুনানী গ্রহণ করবেন।

৪৭.৪ সদস্য পদ পুনর্বহাল
কোন সদস্য যদি পুনরায় সদস্য পদ ফেরত পেতে চান তাহলে যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক সমিতির সভাপতি বরাবর তার কার্যকলাপ ও আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে সদস্য পদ ফিরে পাওয়ার জন্য লিখিতভাবে আবেদন করতে পারবে। সভাপতি সদস্য পদ ফিরে পাবার আবেদনটি সাধারণ পরিষদকে অবহিত করবেন এবং সাধারণ পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদনক্রমে সদস্য পদ ফিরে পাবেন। প্রকাশ থাকে যে, এই ধরনের সদস্যর আবেদন সাধারণ সভা একবারই বিবেচনা করবেন। একাধিকবার করা যাবে না।

ধারা-৪৮: প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি

৪৮.১ আইনানুগভাবে প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি ঘটলে সমস্ত দায়-দায়িত্ব পরিশোধিত হওয়ার পরে তহবিল এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির যা অবশিষ্ট থাকে তা সমিতির সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা যাবে না;

৪৮.২ বিলুপ্তিকরণের সময়ে বা এর পূর্বে বাকী তহবিল বা স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সুইড ফাউন্ডেশন বরাবর অর্পিত হবে অথবা নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত নির্দেশনায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৪৮.৩ এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে জাতীয় কাউন্সিলের ভোটাধিকার প্রাপ্ত সকল সদস্যের তিন-পঞ্চমাংশ সদস্যের ভোট অথবা কোন উপযুক্ত আদালতের রায়ের প্রয়োজন হবে। বিলুপ্তির ব্যাপারে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। উল্লেখিত ধারা সুইড বাংলাদেশ পরিচালিত সকল শাখার অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

সমাপ্ত

অনুমোদিত
২০২৫
আইয়ুব খান
উপপরিচালক (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

ডাঃ মোঃ শাহ্নেওয়াজ চৌধুরী
সভাপতি

মোঃ মাহবুবুল মুনির